গল্পগুলো ভিনদেশের

আলী ইমাম

গল্পগুলো ভিনদেশের

আলী ইমাম

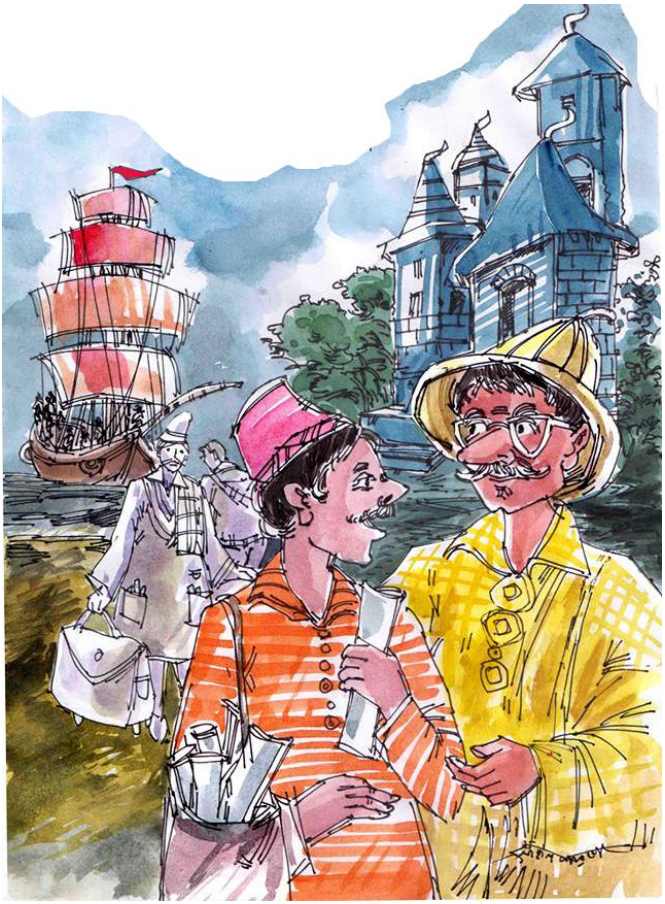

জনছবি প্রকাশন

গল্পগুলো ভিনদেশের
আলী ইমাম

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব ©
রাজিয়া ইমাম লিপি

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-92648-8-0

প্রচ্ছদ : সোহাগ পারভেজ
অলংকরণের ছবি : সংগৃহীত

মূল্য : ২০০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.com
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

.....

Golpu Vindesher by **Ali Imam**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka,
Published in Ekusher Boimela, 2018. Price Taka 200.00, US $ 7

উৎসর্গ

পারভেজ রানা

সূচিপাতা

গল্প		দেশ	পৃষ্ঠা
কোকিল ঘড়ি	...	নিউজিল্যান্ড	৯
হাতির গল্প	...	কেনিয়া	১৯
মৎস্যকন্যার মুকুট	...	আইসল্যান্ড	২৫
ইচ্ছে	...	কানাডা	৩২
দখিনা বাতাস	...	উরুগুয়ে	৩৭
ভিখিরির ভাগ্য	...	জর্ডান	৪০
চাঁদের সিঁড়ি	...	হাঙ্গেরী	৪৪
বুদ্ধির জোর	...	মালয়েশিয়া	৫১
নৈশ প্রহরী	...	স্পেন	৫৯
পোকা	...	উগান্ডা	৬৩
অলৌকিক নৌযান	...	গ্রিস	৭১
রঙ নিয়ে খেলা	...	হল্যান্ড	৭৬

কোকিল ঘড়ি

তোমরা কি কোকিল ঘড়ির কথা কখনও শুনেছো? যদি না শুনে থাকো তাহলে শোনো, আমি তোমাদের বলছি।

কোকিল ঘড়ি তৈরি করতে লাগে একটি ছোট্ট ঘর। যার ছাদটা হবে চোখা। ছাদের ঠিক নিচে আছে একটি ছোট্ট দরজা। আর দরজার নিচে আছে একটি কোকিল। কোনো-কোনো ঘড়ির আবার থাকে ছোটো ঘণ্টা। সেটা থেকে টিং-টিং করে শব্দ হয় ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। কিন্তু কোকিল ঘড়িতে আছে একটি কোকিল। প্রতি ঘণ্টায় ঘড়ির মিনিটের কাঁটা বারোটার ঘরে পৌঁছালে আপনিতেই দরজাটি খুলে যায়। কোকিল তখন ডেকে ওঠে 'কু-উ'! আর সেই সুরেলা ডাক গুণে হিসেব করতে হবে যে তখন কয়টা বাজে।

এখন তাহলে গল্পটি শুরু করা যাক। মিস্টার ও মিসেস পিপারকর্ন এবং তাদের সেই চমৎকার কোকিল ঘড়ির গল্প।

পিপারকর্ন স্বামী-স্ত্রী এক পাহাড়ি খামারে বাস করে। সবুজ পাহাড়ের গায়ে তাদের খামারবাড়িটি যেন ঘন সবুজের বুকে একটি ফোঁটা। মিসেস পিপারকর্ন

বেশ মোটাসোটা, লম্বা। আর মিস্টার পিপারকর্ন ছোটখাটো, পাতলা মানুষ। তাদের ছিলো একটি ছোট্ট সাদা বাড়ি। একটি কুকুর আর একটি বিড়াল। ছিলো দুটি বাদামি রঙের গরু, একটি শূকরছানা এবং একটি ছোটো ধূসর রঙের গাধা। একটি রাতা মোরগ, কয়েকটি মুরগি, চারটি হাঁসও ছিলো। একটি ছোট্ট পুকুরে হাঁসগুলো তরতরিয়ে ভেসে বেড়ায়। সারাদিন তারা ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়িতে ভীষণ ব্যস্ত থাকে। বসন্তকাল এলে মিসেস পিপারকর্ন ভাবে, 'এবার বনে গিয়ে কোকিলের ডাক শুনলে তো মন্দ হতো না।' ছোটবেলায় ঠিক যেভাবে শুনতো কোকিলের মিষ্টি সুরের গান। কিন্তু তার এতো বেশি কাজ থাকে যে, সে তার জন্য সময়ই করে উঠতে পারে না।

এই কাহিনির সময়কাল হচ্ছে এক জুন মাস। মিস্টার পিপারকর্ন ভালো পোশাক-আশাক পরে তার ছোট্ট গাধাটিকে নিয়ে বের হয়েছেন। তিনি আজ শহরে যাবেন। বাজারে বিক্রি করার জন্য সাথে নিয়ে যাচ্ছেন মাখন, পনির, বড় দুই ঝুড়ি ডিম। আসার সময় কিনে নিয়ে আসবেন চা, চিনি, কিসমিস, ময়দা আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস। এছাড়া তিনি মিসেস পিপারকর্নের জন্য উপহারও নিয়ে আসবেন। মিসেস পিপারকর্ন কিন্তু জানেন না যে তার জন্য উপহার আনা হবে। কিন্তু বহুদিন আগে থেকেই মিস্টার পিপারকর্ন এই উপহার কেনার জন্য টাকা জমিয়েছেন। এখন তার পকেটে মোট পাঁচটি রুপার মুদ্রা আছে। তিনি এখনও জানেন না যে, ঠিক কী কিনবেন। তবে এটা ঠিক করেছেন যে, খুব সুন্দর একটি উপহার কিনবেন। তিনি উৎফুল্ল মনে শিস দিতে-দিতে পাহাড় থেকে নেমে চললেন। পেছন থেকে মিসেস পিপারকর্ন ডেকে বললেন, 'কাজ শেষ করে ধীরে-সুস্থে ফিরবে তোমাকে অতো তাড়াহুড়ো করতে হবে না। হাত-পা ঝেড়ে একটু বেরিয়ে আসবে। আর পথে যাওয়ার সময় কোকিলের ডাক শুনলে অবশ্যই আমাকে এসে তা বলবে!'

মিস্টার পিপারকর্ন তার ধূসর গাধাটিকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছেন তরতর করে। এক সময় শহরে এসে পৌঁছালেন। তারা যখন শহরে এলেন তখন দোকানপাট সবেমাত্র খুলছে। মিস্টার পিপারকর্ন তার সব ডিম, মাখন এবং পনির বিক্রি করে ফেললেন। তারপর মিসেস পিপারকর্নের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহস্থালী সামগ্রীসমূহ কিনলেন। এরপর চিন্তা করতে লাগলেন মিসেস পিপারকর্নের জন্য কী উপহার কিনবেন। কিন্তু কী কিনবেন, তা আর সহজে ঠিক করে উঠতে পারছেন না। একটি নতুন ধরনের পোশাক কেনা যায়। কিন্তু তা-তো আবার সঠিক আকারের নাও হতে পারে। একটি নতুন টুপি কেনা যায়। কিন্তু তার রঙ তার স্ত্রীর আবার পছন্দ নাও হতে পারে। এভাবে তিনি

অনেক ধরনের উপহারের কথা ভাবলেন। কিন্তু কোনটাই ঠিক তার মনপুত হলো না।

হঠাৎ তুমুল হইচই শুনে ভেবে উঠতে পারলেন না যে কী করবেন। চমকে তাকিয়ে দেখলেন একজন মোটা মানুষ হাঁসফাঁস করতে-করতে ছোট্ট একটি কুকুরের পেছনে ধাওয়া করছে। কুকুরের মুখে রয়েছে একটি বড় হাড়, আর মোটা মানুষটির হাতে একটি বড় লাঠি। হইচই শুনে ভেবে উঠতে পারলেন না যে ঠিক কী করবেন। কুকুরটি এতোটাই ভয় পেয়েছে যে, কোথায় ছুটছে, তাও জানে না। রাস্তা দিয়ে সোজা ছুটছে। হঠাৎ করে পাক খেয়ে ঘুরলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুকুরটি পিপারকর্নের দুপায়ের ফাঁকে ঢুকে গেলো। মিস্টার পিপারকর্ন হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেলেন। সবকিছু একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেলো। এরই মধ্যে মোটা লোকটি লাঠি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে।

মোটা লোকটি ছাড়া বাকি সবাই ফিকফিকিয়ে হাসছে। লোকটির চেহারা দেখে মিস্টার পিপারকর্ন বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। কুকুরটির জন্যে তার খুব মায়া হলো। তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন। লোকটিকে বললেন, 'কুকুরটিকে মেরো না।'

লোকটি বললো, 'আমি তাকে অবশ্যই মারবো। কারণ সে একটা বড় হাড় নিয়ে এসেছে। আমার স্ত্রী ওই হাড় দিয়ে স্যুপ বানাতে চেয়েছিলো। আমি তাকে ইচ্ছেমত পিটিয়ে তার পর বেঁধে রাখবো। তাহলে সে আর চুরি করতে পারবে না। নচ্ছার কুকুর! পাজি কুকুর!

এমন অভিযোগ শোনার পরেও পিপারকর্নের কিন্তু ঐ কুকুরটির জন্য মায়া হলো। তিনি মিসেস পিপারকর্নের জন্যে উপহারের কথা একেবারেই ভুলে গেলেন। তার শুধু মনে আছে যে পকেটে পাঁচটি রুপার মুদ্রা আছে। লোকটির দিকে চেয়ে বললেন, 'সেটা করো না। আমি এই কুকুরটাকে কিনে নেবো। আমি তার বিনিময়ে তোমাকে মোট পাঁচ শিলিং দেবো।'

মোটা লোকটি তাড়াতাড়ি বলল, হুঁ, তা অবশ্যই হতে পারে। পিপারকর্ন সাথে-সাথে মুদ্রাগুলো পকেট থেকে বের করে তাকে দিয়ে দিলেন।

লোকটি খুব খুশি হয়ে চলে গেলো। পিপারকর্ন ধীরে-ধীরে উঠে বসলেন। গাধাটার দিকে তাকালেন। গাধাটাকে যেন এখন আরও বেশি বোকাটে দেখাচ্ছে। মিস্টার পিপারকর্নও কী কম অবাক হয়েছেন? তিনি তো ভালোভাবেই জানেন, তার আর কুকুরের কোনো দরকার নেই। মিসেস পিপারকর্নও আর কুকুর চান না। তিনি এও জানেন, তাদের বাড়ির কুকুর পান্তালা এই কুকুরটিকে পছন্দ করবে না। এখন কী হবে ভেবে পেলেন না।

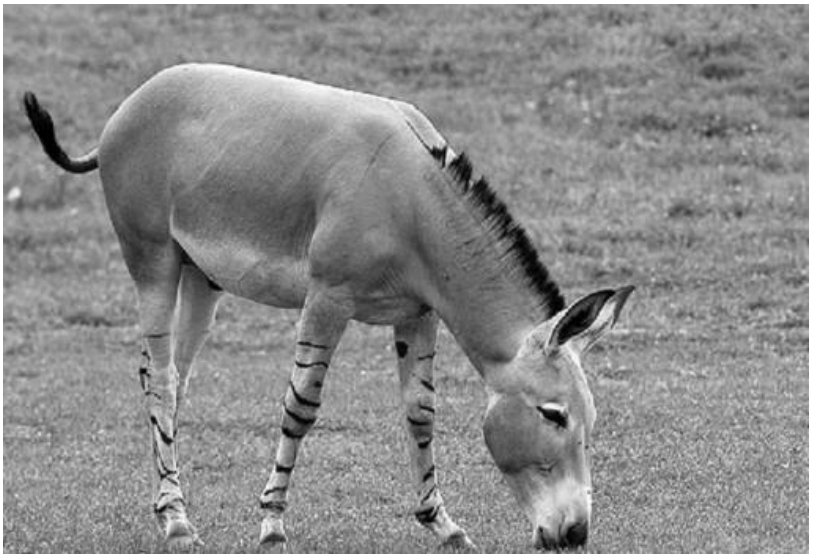

এরপর তিনি গাধাটিকে এক জায়গায় বেঁধে খড় খেতে দিলেন। একটু হেঁটে গিয়ে গাছের নিচে বসে দুপুরের খাবার নিয়ে বসলেন। একটি বড় রুমালে দুপুরের খাবার বাঁধা আছে। খাবারের মধ্যে আছে রুটি, শুকনো মাংস, পনির। কয়েকটি গাজরের টুকরাও রয়েছে। ছোট্ট কুকুরটিও তখন খাবারের ভাগ পেলো। কুকুরটি ছিলো খুবই ক্ষুধার্ত। কুকুরের অবস্থা দেখে তিনি কিছুটা কম খেয়ে কুকুরটিকে বেশি করে খেতে দিলেন। খাওয়া শেষে তারা হেঁটে একটু সামনে গেলেন।

হাঁটতে-হাঁটতে তারা চলে এলেন ফুলেভরা একটি বাড়িতে। পিপারকর্ন তখন ভাবছেন এবার কী করা যায়। তারপর দরজায় টোকা দিয়ে বাড়ির মালিককে ডাকলেন।

এক বৃদ্ধা মহিলা দরজায় এলে তিনি কুকুর এবং নিজের জন্যে খাবার ও পানি দিতে বললেন। বৃদ্ধা তাদের ঘরের ভেতরে নিয়ে বসালেন।

পিপারকর্ন ঘরে ঢুকে বসলেন। পানি দিলে কুকুরটি মুহূর্তের মধ্যে তার পানিটুক খেয়ে নিলো। তারপর এমনভাবে শুয়ে পড়লো যেন সে এই বাড়িরই একজন সদস্য। মিস্টার পিপারকর্ন পানি খেলেন আস্তে-আস্তে। পানি খেয়ে তিনি বৃদ্ধা মহিলাকে সেই কুকুরের গল্পটা বললেন। আরও বললেন, কীভাবে